

কলির চাণক্য - জামাতে পিছলামি

বাংলাদেশে যেন তেন প্রকারেণ শারিয়া-রাষ্ট্র কায়েম করতে জামাত বদ্ধপরিকর। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে মেজরিটির চেষ্ঠা, সে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তাদের। তারা জেনে গেছে আকিকা-কোরবাণী, বিয়ে-জানাজায় মোল্লা-মওলানাদেরকে দেশের মানুষ ভক্তি-শ্রদ্ধায় ডাকে কিন্তু সংসদে দেখতে চায় না। অতঃপরম্? অতঃপরম্ (দশ পনেরো বছর আগে) তাকাও আফগানিস্তানের দিকে, ওখানে তালিবানেরা প্রমাণ করেছে “বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস”। কাজেই রাজনীতি চলতে থাকুক। নীতিহীন রাজনীতির এই দেশে কোন না কোন বড় দলের ঘাড়ে সুপারগু লাগিয়ে সিন্দবাদের দৈত্যের মত সওয়ার হওয়া যাবেই একদিন, তাদের মাধ্যমে নিজের এজেণ্ডা বাস্তবায়িত করা যাবেই একদিন। কিন্তু রাজনীতির পাশাপাশি বন্দুকটাও থাকা দরকার কারণ কথায় বলে, লাগে তুক্ না লাগে তাক্। কাজেই জনগণের মনকে তৈরী করার জন্য কানে ঢালা শুরু হল - “আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান” এবং তার পরেই সেই স্পর্ধিত শ্লোগান “আমরা সবাই রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা দেশ ছাড়”। রাজনীতির পাশাপাশি অজম্ব টাকা, ফুস্মন্তর ও তত্ত্বগুরুরা এল বিদেশ থেকে, আর এল অস্ত্র। তৈরী হল বাংলা-ভয় আর আবদুহুমান অ্যাণ্ড কোং, মাদ্রাসায় রাতের অন্ধকারে শুরু হল লেফট রাইট লেফট। নিরপরাধেরা খুন হল, এতিম হল, বিধবা হল ইসলামের নামে। বন্দী শারিয়াবাজেরা বারবার দাবী করেছিল আমাদের জাতির সামনে কথা বলতে দিন, আমরা সরকারে বসে থাকা রাঘব বোয়ালদের কাপড় খুলে দেব। জাতি জানে সরকারে কারা বসে ছিল তখন।

অতঃপরম্?

ওরা এখন জেনে গেছে সংসদে নির্বাচনের মাধ্যমে মেজরিটি হবার সম্ভাবনা নৈব চ’, জাতি কোনদিনই সেটা হতে দেবে না। আন্তর্জাতিক ঠ্যালার নাম বাবাজী’র চাপে বন্দুকের বজ্র-আঁটুনিটাও এখন ফস্কা গেরো ব্যুমেরাং। তাই এমন পথ আবিষ্কার করতে হবে যা হবে রাজনীতিহীন সংসদহীন বন্দুকহীন কিন্তু অব্যর্থ। যা হবে ঠিক ক্যান্সারের মতন যেটা জাতি জানবে কিন্তু কেউ বাধা দিতে পারবে না, এমনকি সরকারও না। সে আবিষ্কার এখন এই কলির চাণক্য সুদক্ষ দাবাড়ু’র হাতের মুঠোয়। বর্তমানে যে হলুজুল রাজনৈতিক ডামাডোল চলছে তার ভেতরে ভেতরে সঙ্গোপনে এগিয়ে চলেছে তার সেই ধ্বন্যন্তরী মহাপরিকল্পনা, জাতি খেয়ালও করছে না।

জামাতের প্রথম চালটাই হল দুর্নীতপরায়ণ ও অযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর ক্রমাগত ব্যর্থতার ফসল ঘরে তোলা। ভাবখানা এমন যেন দেশে জামাতি শাসন নেই বলেই জনগণের দুর্ভোগ, জামাত এলে ম্যাজিকের মত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সৎ লোকের শাসন বলে কথা!! দ্রব্যমূল্য, বেকারত্ব, দুর্নীতি, বন্যা-খরা সার-আর্সেনিক-যানজট ইত্যাদি শত সমস্যার চাপে জনগণ বিপর্যস্ত, তারা একটা স্বপ্ন দেখতে চায়। সেই স্বপ্ন জামাত জাতিকে দেখায় বিলকুল মুফত। ইহকাল-পরকালে সার্বিক সাফল্যের মহাস্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেখতে টাকা-পয়সার দরকার নেই, বুদ্ধি-ইণ্টেলেক্ট দরকার নেই, দরকার নেই নেই শিক্ষার বা পরিশ্রমের। চোখ বুঁজে জামাতের হাত ধরে সেই অবাস্তব স্বপ্নের মায়াময় দেশে চলে গেলেই আহা, কি আরাম, কি সাফল্য!!। চতুর্দিক দিয়ে পরাজিত মানুষ সে স্বপ্নে ভুলবে তা আর আশ্চর্য্য কি। এর সাথে আছে বাইরের ছদ্মবেশ এবং মুখের সুমধুর বুলি। আদিকাল থেকে আমরা দাঁড়ী-টুপি-আলখাল্লা পরা সৎ, ইমানদার, পরোপকারী ও সুমধুর ব্যবহারের ইমাম-মওলানাদের সম্মান

করতে অভ্যস্ত। সেটাই ওদের মোক্ষম অস্ত্র। ওরা জানে এসব ইসলামি লেবাস দেখলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনটা নরম হয়, সেই সাথে দু'চারটে মুখস্ত হাদিস-আয়াত হলে তো কথাই নেই তা সেগুলোর ব্যাখ্যা যতই কোরাণ-বিরোধী হোক না কেন। জনগণ তো জানেও না আর বই খুলে দেখতেও যাচ্ছে না ইসলামের নামে কত বড় মিথ্যের বেসাতি সেটা। আমাদের সুশীল সমাজও সুশীল বালকের মত ইসলামের পড়াশোনা-গবেষণা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। তারা বিশ হাজার পৃষ্ঠার বই পড়ে পণ্ডিত হবে ডাক্তার-ইঞ্জিনয়ার-অর্থনীতিবিদ হবে কিন্তু দশ হাজার পৃষ্ঠার ইসলামি দলিল পড়ার সময় কই? ওটা বরং জামাতই করুক। আর দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান মসজিদ, ওটাও থাক জামাতের দখলেই। সেই মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় সুস্বাদু ইসলামি শব্দ-বাক্যের সমাহার এবং তাতে ধর্মভীরু জনতা প্রবলভাবে ধর্মীয় আবেগের নেশায় আক্রান্ত হয়। আর আছে মতবিরোধ হলেই মুরতাদ, ইসলাম-বিরোধী ইত্যাদি শব্দাস্ত্রের হুংকারে ঝাঁপিয়ে পড়া আর চাপাতি চালানো, অন্ততঃ হনুমানের মত দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখানো। (অ)ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বা ফতোয়া বন্ধ হলে নাকি রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। এতে কাজ হয়, বেশীর ভাগ লোকে ভয় পেয়ে চুপ করে থাকে। জাতি খেয়াল করে না অন্যায়ের সাথে আপোষ করে শেষ পর্যন্ত লড়াই এড়ানো যায় না, বরং বেশী রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। জাতি ভুলে গেছে ওগুলো শুধু কাণ্ডজে বাঘের মুখের হুংকার, সবাই একসাথে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেই ওরা একান্তরের মত আবারও লেজ তুলে পালাবে। ইতিহাসে বারবার প্রমাণ হয়েছে এটা।

সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্রটা হল “দ্বীনি শিক্ষার প্রসার”-এর শ্লোগান। গত সরকারের আমলে মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র পাঁচ বছরে বেড়েছে অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ডে, আ-ট-গু-ণ! সেই দ্বীনি শিক্ষাটা আসলে যে কি আর কি তার প্রভাব তা ঘেঁটে দেখলেই দেখা যাবে আসলে এটা হল জামাতির সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এ হিসেব কষেই জামাত বলে শারিয়া-রাষ্ট্র হতে অনেক বছর লাগবে। সেটা এখন বেশ সফল। জামাত এখন প্রচণ্ড স্ট্রীট পাওয়ারের অধিকারী, এক নিমেষের হুংকারে বহু হাজার যুদ্ধংদেহী তরুণকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারে সে। এ তাওব-বাহিনী দশ-বিশ বছরে হু হু করে বাড়বে এবং পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মত চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনা-সিলেটে গড়ে তুলবে বেসরকারী স্থানীয় শারিয়া-সরকার। এ গজব একবার গড়ে উঠলে সামলানো অসম্ভব, এর পঁচাত্তর পড়ে পাকিস্তান খাবি খাচ্ছে। এসব তরুণদের জানতেও দেয়া হয়না ইসলামের নামে কি অশুভের পাল্লায় পড়ে দেশের ও মুসলমানের সর্বনাশ করছে তারা। কেন ওদের এ পথ ইসলাম বিরোধী সেসব ইসলামি বই দলিলপত্র সমূলে উচ্ছেদ করা হবে, কারও বাসায় বা লাইব্রেরীতে পাওয়া গেলে টুটি চেপে ধরা হবে। অন্য দেশে বাস্তবে ঘটেছে এটা, ঘটেছে এটা। জামাতের আরেকটা চাল হল, সে বলে ভিন্নমতের সাথে বিতর্ক করা নাকি নিরর্থক। কিন্তু সেই বাহানায় আলোচনাতেও সে আসে না। কারণ সে ভাল করেই জানে জাতির সামনে আলোচনা হলেই তার ইসলাম-বিরোধী অপদর্শনের মুখোশ খুলে যাবে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সুস্থ আলোচনা ছাড়া কি কোন জাতি উন্নতি করতে পারে? সামাজিক অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তিই তো হল চিন্তার সংঘাত।

অনেকে বলেন - বাংলাদেশ হবে শারিয়া রাষ্ট্র, পাগল নাকি! এ তো অসম্ভবেরও অসম্ভব। কিন্তু আমরা জানি পাকিস্তান-ইরানেও মানুষ ওকথা বলত। কিন্তু ওগুলো শারিয়া-দেশ হয়ে গেছে এবং কেউ ঠেকাতে পারেনি। ওখানে যদি হতে পারে, হতে পারে বাংলাদেশেও। যদি হতে পারে তখন, হতে পারে এখনও। অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে সে অন্ধকারের দিকেই অবিধারিত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

সম্প্রতি এমনই ধ্বনুত্তরী চাল চলেছে এই কলির চাণক্য জাতি সেটা বুঝলেও ঠেকাতে পারবে না। ২০০৬

সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট-এ জামাত ঘোষণা দিয়েছে দেশ জুড়ে মহা শারিয়া কোর্টের জটাজাল বানানো হবে। গ্রাম থাকবে উপজেলার নিয়ন্ত্রনে, উপজেলা থাকবে জেলার নিয়ন্ত্রনে, এভাবে আটশটি হাজার শারিয়া-কোর্টের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের খতিবের হাতে। অর্থাৎ আটশটি হাজার শারিয়া-কোর্টের জালে মাছের মত আটকে যাবে দেশের ভবিষ্যৎ। ভাবছেন এক দেশে দু'রকম বিচার-ব্যবস্থা চলে না? দিব্যি চলে, পাকিস্তান মালয়েশিয়া সহ বহু দেশে চলছে এরকম। ভাবছেন সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রদ্রোহীতার পর্যায়ে পড়ে? তা পড়ে তো বটেই, কিন্তু এর নাম তো দেয়া হবে ইসলাম পরামর্শ ব্যবস্থা। বলা হবে এ পরামর্শ মানুষ ইচ্ছে হলে নিক, ইচ্ছে না হলে না নিক! ইসলাম তো বলেই দিয়েছে লা ইকরাহা ফিদীন - ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই !

হ্যাঁ, এ কথা বলেই আইনকে পাশ কাটিয়ে দেশকে বেঁধে ফেলা হবে আটশটি হাজার জটাজালে, টহল দিয়ে বেড়াবে বেসরকারী শারিয়া-পুলিশ, “স্বেচ্ছাসেবক” নাম নিয়ে। অন্যান্য শারিয়া-দেশে নরক সৃষ্টি করেছে এই শারিয়া-বাহিনী। এমনতেই আইনের রক্ষক হিসেবে আমাদের পুলিশ হয়েছে আইনসিদ্ধ খুনেডাকাত-দল, এর সাথে ইসলামের মালিকানা হাতে এলে কার সাধ্য সামনে দাঁড়ায়। মুখে বলা হবে লা ইকরাহা ফিদীন ধর্মে জবরদস্তি নেই কিন্তু চণ্ড এক সামাজিক অপসংস্কৃতির অপচ্ছায়ায় ছেয়ে যাবে দেশ। নামাজ-রোজা-দাঁড়ী-বোরখা নিয়ে অন্যান্য দেশে ভয়াবহ দোজখ সৃষ্টি করেছে এই হিংস্র শারিয়া-বাহিনী। কেউ শারিয়া কোর্টে না গিয়ে দেশের কোর্টে গেলেই ছুটে আসবে মুরতাদ-ফতোয়ার চাবুক। মায়াময় বাঙ্গালীনির শাড়ী-টিপ, নাচ-গান, হাটবাজার আর ভোট-বিরোধী ফতোয়ায়, ধর্মিতার ওপরে বেত্রাঘাত আর হিলা বিয়ের বন্যায় ভেসে যাবে দেশ, স্বাধীন-চিন্তা ও ভিন্নমতের ওপরে নেমে আসবে ব্ল্যাসফেমি আইনের ইসলাম-বিরোধী খড়্গা ওই ইসলামের নামেই। নিরীহ জনগণের সাধ্য হবেনা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। জামাতি পাকিস্তান বা আয়াতুল্লাহ'র ইরাণ হয়ে যাবে বাংলাদেশ - বন্ধু তো দূরের কথা ভাই ভাইয়ের কাছেও মন খুলে কথা বলতে ভয় পাবে। গল্প নয়, স্বপ্ন নয়, এরকম হয়েছে অন্যান্য দেশে। এ জন্যই অসংখ্য মুসলমান বিশেষজ্ঞ চিন্তাবিদ, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন শারিয়ার প্রবল বিরোধিতা করে চলেছেন, এ জন্যই পাকিস্তান-ইরাণের অঙ্গ বেয়ে অজস্র রক্ত ঝরছে শারিয়া থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টায়।

অন্তরীক্ষে অটুহাসি হাসছে বাংলাদেশের নিয়তি। কি হয়, কি হয়।

আরো আছে অতি সুস্মল চাল। ঢাকায় এক সমাবেশে বড়ই নিরীহ, বড়ই মোলায়েম এক প্রস্তাব করেছেন একজন। বাংলাদেশ নাকি অলরেডি ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে গেছে, এখন ধর্ম মন্ত্রণালয়ে দেশের ওলামায়ে কেরাম নিয়ে ছোটখাট একটা কমিটি করা হোক। না না, ভয় পাবার কিছু নেই!! আমাদের সাংসদেরা তো ইসলামি ব্যাপারে একেবারেই নাদান। তাই এ কমিটি সংসদকে শুধু “পরামর্শ” দেবে কোন আইনটা ইসলামি আর কোনটা তা নয় সে ব্যাপারে, এ ছাড়া আর কিছুটি নয় ! সংসদ সেটা ইচ্ছে করলে মানুক, না করলে না মানুক ! বড়ই মনোহর, বড়ই পেলব প্রস্তাব। কিন্তু আমরা তো জানি লখীন্দরের লোহার ঘরের মত ওই সুস্মল ছিদ্র দিয়ে ঢুকে সংসদকে সে গ্রাস করবে কালনাগিনীর দক্ষতায়, পোহালে শবরী অবধারিত সে উদিত হবে জনতার ধরাছোঁয়ার উর্ধে তথাকথিত ইসলামি রাজদণ্ডধারী মহাসংসদ রূপে। সবকিছু চলবে তার অঙ্গুলিহেলনে, নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ও সংসদের সাধ্য হবে না তার নির্দেশ অমান্য করে। কারণ তাহলেই সবাই হয়ে যাবে “ইসলাম-বিরোধী” মুরতাদ। গল্প নয়, স্বপ্ন নয়। অন্যান্য শারিয়া-দেশের নিদারুণ বাস্তবের ঘোরতর দুঃস্বপ্ন এটা।

সাবধান বাংলাদেশ, সাবধান! উঠে দাঁড়াও জনতার ভৈরব গর্জনে। ইসলামের ছদ্মবেশে মারাত্মক এক ইসলাম-বিরোধী অক্টোপাসের বিষাক্ত অষ্টবাছ ধীরে ধীরে মরণবাঁধনে জড়িয়ে ধরছে তোমাকে। রাজনৈতিক ডামাডোলের আড়ালে তোমার ঈশাণে অলক্ষ্যে ঘনিয়েছে ছোট্ট কালমেঘ। খুউব ছোট, কিন্তু খুউব কালো।

আরও ত্রিশ লক্ষ লাশের জন্ম দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা। রাক্ষসের সাথে আপোষ করে পার পাবে না তুমি।

হাসান মাহমুদ

(প্রকাশিত বই “ইসলাম ও শারিয়া”)